দৈনিক খবর

তারিখ ... 28 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 7 ...

036

ভর্তি পরীক্ষায় চলছে অনিয়ম ॥ ইংরেজী শিক্ষকদের অভিযোগ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের ১৯৮৭-৮৮ সালের প্রথম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপ চলছে ও অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক গতকাল সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেছেন।

৭-এর পাতায় দেখুন

ভর্তি পরীক্ষায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। অধ্যাপিকা শাহীন মাহবুবা মাহমুদ ও অধ্যাপক শফি আহমেদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। উল্লেখ্য, এই বিভাগে নিয়মিতভাবে ৯ জন শিক্ষক কর্মরত। এর মধ্যে ৭ জন শিক্ষকের পক্ষ থেকে এ সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতে এবং গত ১২ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ২৯শে মার্চ ইংরেজী বিভাগের বিভাগীয় কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের উপস্থিতিতে চলতি সালের জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিভাগীয় ভর্তি কমিটি গঠিত হয়। কলা ও মানবিক অনুষদের ডীনদের কাছে তা পাঠানো হয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধভাবে গঠিত উল্লিখিত কমিটি ডীনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনতে গেলে তা দিতে অস্বীকার করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে, বিভাগের ২ জন শিক্ষক বিভাগীয় কমিটির শিক্ষক না ডেকে একটি পাল্টা কমিটি অবৈধভাবে গঠন করেছেন এবং তাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। এ ব্যাপারে উপাচার্য ও ডীনের কাছে অনুযোগ করলে তারা নীরব থাকেন, ৩ জনের এই কমিটিতে এডহক ভিত্তিতে নিযুক্ত শিক্ষককে কো-অপ্ট করা হয়েছে।

পাল্টা ৩ জন শিক্ষককে নিয়ে গঠিত পরবর্তী কমিটিতে যে শিক্ষকরা রয়েছেন এদের একজনকে বিভাগের অবৈধ সভাপতি ও অপরজনকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়োজিত এবং এদের কমিটিকে অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি অর্ডিন্যান্সে ৪ থেকে ৬ জন শিক্ষক সদস্য ভর্তি কমিটি থাকার নিয়ম থাকলেও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ৩ জনকে নিয়ে গঠিত কমিটি ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে।

গত শিক্ষাবর্ষের ভর্তি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তুলে ধরে বলা হয়, গত বছর ৩৬৫ জনকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে। এ রিপোর্ট এখনও প্রকাশ করা হয়নি। গত বছরের ভর্তি অনিয়মের জন্য আজও বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। অথচ এরই মধ্যে তারা ভর্তি সংক্রান্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইংরেজী বিভাগের তাদের ভাষায় বর্তমান অবৈধ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রশাসনের আশীর্বাদে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বলে ধারণা করে গত বছরের মত এবারও অনিয়মতান্ত্রিকতা দেখা যাবে আশংকা করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভর্তি ব্যবস্থা পরিচালনা করার দাবী জানানো হয়। আগামী বৃহস্পতিবার চলতি শিক্ষা বর্ষের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয় যে, এবার কতজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হচ্ছে তা না জানিয়েই ভর্তির ব্যবস্থা চলছে।

গত কয়েক মাস ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান পদ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক হারুন অর রশীদ ও অধ্যাপিকা শাহিন মাহবুবা মাহমুদ এই দু'জনই নিজেদেরকে বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দাবী করেছেন। একপক্ষ চেয়ারম্যান অফিস দখল করে রেখেছেন বলেও জানা যায়। এনিয়ে আদালতে মামলাও চলছে। এ ব্যাপারের ফলশ্রুতিতে ইংরেজী বিভাগের বর্তমান অচলাবস্থা কি-না জানতে চাওয়া হলে বলা হয়, বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। এ বিষয়ে কিছু না বলাই সমীচীন।